মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা সহ ৩ বিভাগে তেল পাম্পে ধর্মঘট: বিপাকে গাড়ি চালকসহ সাধারণ জনগণ

মেহেরপুর সহ খুলনা বিভাগের ১০ জেলা সেই সাথে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সকল ট্যাংকলরী মালিক-শ্রমিক ও জ্বালানী তেল ব্যবসায়ীরা ১৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি ঘোষনা করেছে।
গতকাল রবিবার সকাল থেকে খুলনা, রাজশাহী, রংপুর বিভাগের সব জেলাতে তেল উৎপাদন, বিক্রয় ও পরিবহন বন্ধ রেখেছে মালিক-শ্রমিকরা।

বাংলাদেশ জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতি, বাংলাদেশ ট্রাংক লরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, খুলনা বিভাগীয় ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়ন ও পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ট্যাংকলরি শ্রমিক সমিতির উদ্যোগে জ্বালানি তেল বিক্রয়ের প্রচলিত কমিশন কমপক্ষে ৭.৫% করা।

জ্বালানি তেল ব্যবসায়ীরা কমিশন এজেন্ট নাকি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান? এ বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা, প্রিমিয়াম পরিষোধ সাপেক্ষে ট্যাংকলরি শ্রমিকদের ৫ লক্ষ টাকা দুর্ঘটনা বিমা প্রদানসহ ১৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তেল পাম্প গুলো অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, মেহেরপুরের সব কটি তেল পাম্পে তেল বিক্রি বন্ধ রয়েছে।
মেহেরপুর পাম্প মালিক সমিতির সভাপতি নুর হোসেন আঙ্গুর জানান, এটি কেন্দ্রের সীদ্ধান্ত। দাবি মানা না হওয়া পর্যন্ত তেল বিক্রয় বন্ধ থাকবে।

এদিকে হটাৎ করেই তেল পাম্পগুলো ধর্মঘট শুরু করাই বিপাকে পড়েছে সাধারণ মানুষ। সেই সাথে সকল বাস-ট্রাক গুলো তেল না পেয়ে অনেকটা বাধ্য হয়েই চলাচল বন্ধ রেখেছে।

দর্শনা প্রতিনিধি জানান, গতকাল রবিবার থেকে চুয়াডাঙ্গা সহ সকল তেল পাম্প গুলো সকাল থেকে ধর্মঘট পালন করেছে পাম্প মালিকরা। এতে

ভোগান্তিতে পড়েছে পরিবহনসহ মটর সাইকেল চালকরা।

গতকাল রবিবার থেকে খুলনা তিন বিভাগের ১৫ দফা দাবিতে এ ধর্মঘট পালন করেছে পাম্পগুলো। এ ধর্মঘটের মধ্যে রয়েছে তেল বিক্রির কমিশন বৃদ্ধি, পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন জমির ইজারা বাতিলসহ ১৫ দফা দাবিতে খুলনা বিভাগে সব পাম্পগুলো ভোর ৬ টা থেকে অনিদিষ্ট কালের জন্য শুরু করেছে।

দর্শনা তেল পাম্পে তেল কেনার জন্য যানবাহনের মালিক ও খুচরা ব্যাবসায়ীদের তেল কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখা গেছে। বাংলাদেশ পেট্রোলপাম্প ও ট্যংকলরি মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ১৫ দফা দাবি জ্বালানি তেল বিক্রয়ের প্রচলিত কমিশন কমপক্ষে ৭ শতাংশ নিধারণ করা, জ্বালানি তেল ব্যাবসায়ীদের কমিশন, উৎপাদন কারী প্রতিষ্ঠান নাকি পরিবেশক পরিশোধ করবেন সেটা সুনির্দিষ্ট করা, প্রিমিয়াম পরিশোধ সাপেক্ষে ট্যাংলরির শ্রমিকদের ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত দৃর্ঘটনা বিমা প্রদানের নীতিমালা প্রনয়ন করা, ট্যাংকলরির ভাড়া বৃদ্ধি করা সহ ১৫ দফা দাবিতে দর্শনায় ধর্মঘট চলছে।

এতে করে প্রথম দিনই মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে সেই সাথে খুচরা দোকানে বেশি দামে পেট্রোল বিক্রি করতে দেখা গেছে।

- প্রতিদিন ডেস্ক

দামুড়হুদার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন এখন দেশের শীর্ষ স্থানের দাবীদার

চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন দামুড়হুদা উপজেলার ভারতের সীমান্তবর্তী পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদ এখন দেশের শীর্ষ স্থানের দাবীদার। এ ইউনিয়নটি বিভাগীয় চুয়াডাঙ্গা জেলা পর্যায় ৪বার প্রথম স্থান অধিকার করেছে বলে চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম জানান।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা সবুজ শ্যামল বাংলার

দামুড়হুদা উপজেলার সাজানো গোছানো এ ইউনিয়নটি। দামুড়হুদা উপজেলার ১০বর্গ কিলোমিটার আয়াতনের ১৩টি গ্রাম নিয়ে ১৯৯৪ সালে পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথমবার খাজা আবুল হাসনাত চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হয়। এরপর ৩য় বারে আব্দুল হামিদ এবং এস এ এম জাকারিয়া আলম ২য়, ৪র্থ ও ৫ম বারের মত ৩বার নির্বাচিত হয়।
এস এ এম জাকারিয়া আলম তিনবার চেয়ারম্যান হওয়ার পর থেকে ব্যপক উন্নয়ন হয়েছে যা অব্যহত রয়েছে।

দর্শনা শহর থেকে মাথাভাঙ্গা নদীর উপর নির্মিত মীর্জা সুলতান রাজা ব্রীজ পার হলেই চোখে পড়বে উন্নয়নের চিত্র। ১০ বর্গ কিলোমিটার আয়োতনের এ ইউনিয়নে ৬৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার (পিচের) পাঁকা সড়ক ও দিক নির্দেশনা চিহ্ন।

বর্তমান চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম বলেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী ৫৩জন বীর মুক্তিযোদ্ধার নামে প্রতিটি সড়কের নামকরণ করা করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে সড়কগুলো আলোকিত করেছে শতাধিক সোলার স্ট্রীট লাইট ও পল্লী বিদ্যুৎ এর মাধ্যমে।

এছাড়া প্রতিটি গ্রামের অলি গলি সড়কগুলো বি বি ও ফ্লাট সোলিং করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রামের সাথে যেমন সংযোগ সড়ক আছে তেমনী উপজেলা ও জেলা শহরের সাথে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মীর্জা সুলতান রাজার নামে রঙ্গিন ব্রীজটি সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ে রয়েছে ডিজিটাল হাজিরা, শহীদ মিনার, পতাকা স্ট্যান্ড ও ক্লাস রুমে ১০০% ফ্যানের ব্যবস্থা। এছাড়া চেয়ার-টেবিল, আলমারি, ফাইল ক্যাবিনেট, কর্নার র্বোড, ও সিসি ক্যামেরা। ফ্যাসিলিটিজ ডির্পাটমেন্ট নির্মাণ করেছে প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বহুতল বিশিষ্ট ভবন। দুরের গ্রামের ছাত্রীদের মধ্যে বাই-সাইকেল বিতরণ করেছেন ৩বার নির্বাচিত বর্তমান চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম।

এছাড়া ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী ৫জন শহীদের নামে হৈবতপুর গ্রামে একটি স্মৃতি সৌধ ও নির্মিত হচ্ছে একটি মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর। প্রতি মাসে ইউনিয়নে মাসিক সভা, চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভাসহ সকল সভা নিয়োমিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি ৩ মাসে একবার উন্নয়ন কমিটির সভা-সহ নিয়োমিত স্ট্যান্ডিং কমিটির

সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া নিয়োমিত শিক্ষার মান উন্নয়ন ও বাল্য বিবাহ যৌতুক এবং ইভটিজিং-সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের হস্তারিত বিশেষ করে কৃষি, স্বাস্থ্য, ইন্টারনেট সুবিধা ও শিক্ষাসহ সকল বিভাগের কর্মরত কর্মচারীদের বরাদ্ধকৃত অফিসে বসে ইউনিয়নের মানুষের সেবা প্রদান ও তদারকি করা হচ্ছে।
নিয়োমিত গ্রাম আদালতের মাধ্যমে ১৩টি গ্রামের দীর্ঘদিনের জমি সংক্রান্ত বিরোধ বিশেষ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হওয়ার পর থেকে এক জমির একাধিক মালিক উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ, তালাক, য়ৌতুক ও নারী নির্যার্তনসহ ছোট-খাটো নানা ধরণের বিরোধ সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে নিরশন করা হয়।

গত ১০ বছরে প্রায় অর্ধশতাধিত জমি সংক্রান্ত বিরোধ গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিরশন করেছে। ফলে মামলা বা বিরোধ গ্রাম আদালত ছাড়া অন্য কোন আদালতে যায় না। গ্রাম আদলত পরিচালনায় বিভাগীয় পর্যায় ১ম স্থান অর্জন করেছে। সাজানো গোছানো সুন্দর বাউন্ডারী ওয়াল গেট, মীর্জা সুলতান মুক্ত মঞ্চসহ সম্পূর্ণ কমপ্লেক্◌্র ভবনটি সকলের দৃষ্টি কাড়ে।

এ ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের মসজিদ, মন্দির ও ঈগাঁয়ের উন্নয়ন দৃষ্টি নন্দনভাবে নির্মিত হয়েছে যা প্রশংসার দাবীদার।

এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম সনাক্ত, দুরুত্ব সম্বলিত মাইল ফলক ও তীর চিহ্ন দিক নির্দেশক। গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ডাস্টবিন রয়েছে। এছাড়া মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে মীর্জা সুলতান রাজা ব্রীজের পাশে একটি দৃষ্টিনন্দন পার্ক ও বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত মঞ্চ নির্মিত হয়েছে। যেখানে নিয়োমিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।
এ ইউনয়নের কৃষকদের মাঠে মাঠে ডিপটিবয়েল ও কৃষক সেড। বর্তমান ৩ বারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মান, শ্রীলংকা ফিলিপাইন সফর ও স্থানীয় সরকার বিষয়ে একাধিকবার টেলিভিশনে টক শো-তে ও জাতীয় মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়েছেন।

বর্তমান চেয়ারম্যান স্বর্ণপদক-সহ জেলা পর্যায় ৩বার ও একবার বিভাগীয় পর্যায় ১ম স্থান অধিকার করেছে ইউনিয়টি। পারকৃষ্ণপুর মদনা

ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে দেশের শ্রেষ্ট ইউনিয়ন হিসাবে এলাকাবাসী দাবী করেছেন।

- দামুড়হুদা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গার কুলপালাই গরু চুরি

চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালা গ্রামে গরু চুরির ঘটনায় ঘটেছে। গতকাল রবিবার রাত তিনটার দিকে এই ঘটনা ঘটে।
কুলপালা গ্রামের চাষী জামাল উদ্দিনের তিনটা গরু চুরি করে নিয়ে যাই। বাড়ির পাছির টপকিয়ে গেটের ও গরুর গ্রিলের তালা খুলে এই ঘটনা ঘটেছে।

গরুর মালিক জানান, প্রতিদিনের মতো আমি রাতে ঘুমিয়ে ছিলাম। রাত তিনটার সময় গরু দেখতে গিয়ে গোয়ালে আর গরু দেখতে পাইনি। পরে দেখতে পেলাম গোয়াল ও গেটের তলা ভাঙ্গা। বুঝতে পারলাম আমার গরু তিনটা চুরি হয়ে গেছে।পরে অনেক খুঁজা খুঁজি করার পরও পেলাম না।

আমার একমাত্র সম্বল ছিল গরু গুলো। আনুমানিক গরু গুলার মূল্য ছিল একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। গরু গুলো হারিয়ে আমি এখন সর্ব শান্ত।

এলাকা বাসি জানান, একই রাতে আরো দুই জায়গায় গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। কুল পালা গ্রামের মঙ্গল গাজীর একটি গরু নিয়ে গিয়েছিল পরে অনেক খুঁজাখুঁজি করারার পর মাঠের ভিতরে পাওয়া যাই।
পার্শ্ববর্তী গ্রাম দরবেশপুর একই ঘটনা ঘটে। সেও খুঁজাখুঁজি পরে পাই। গ্রামের মানুষ এখন চোর আতঙ্কই ভূগছে।

- চিৎলা প্রতিনিধি

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব এইডস দিবস পালিত

“এইডস নির্মূলে প্রয়োজন জনগনের অংশগ্রহন” এই প্রতিপাদ্যে বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে র্যালি করেছে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ। গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে পৌর ঈদ গাঁ থেকে র্যালিটি বের করা হয়। র্যালিটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিভিল সার্জন কার্যলয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে নেতৃত্ব দেন সিভিল সার্জন শামীম আরা নাজনীন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলোক কুমার দাস, জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার এহসানুল কবিরসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা র্যালিতে অংশ নেয়।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, “এইডস নির্মূলে প্রয়োজন, জনগণের অংশগ্রহণ” এই প্রতিপাদ্য ধারণ করে চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব এইডস দিবস-২০১৯ উদযাপন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে রোববার সকালে স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসানের সভাপতিত্বে সদর হাসপাতাল কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক দীপক কুমার সাহা বক্তব্য রাখেন। এসময় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা, ডাক্তার ও নার্সরা উপস্থিত ছিলেন।

- প্রতিদিন ডেক্স

আলমডাঙ্গায় ৪১তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ’র উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ,বিজ্ঞান মেলা এবং অলিম্পিয়ার্ডের শুভ উদ্বোধন করলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

গতকাল সকাল ১০ টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্তরে বিজ্ঞান মেলায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার। তিনি বলেন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যাবহার করে অনেক এগিয়ে গেছে। তোমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যানে এখন ঘরে বসে ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করতে পারছ, এডমিট কার্ড নিতে পারছ, অথচ এমন একদিন ছিল যখন আমাদের সব জায়গায় গিয়ে পরিক্ষার জন্য দরখাস্ত সহ সব কাজ করতে হত।

চাকরির জন্য এখন আর কোথাও যাওয়া লাগে না, এমন কি ঘরে বসে জমির পরচা সহ সব ধরনের সুবিধা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।
সরকার ভীশন ২০২১ সালের মধ্যে উন্নয়ন শীল দেশে পরিনত করবে। এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিনত করতে বদ্ধপরিকর।

তাই তোমাদের কে স্কুল, কলেজে সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে।

অনুষ্টানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, থানা অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমান, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার, ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির সাধারন সম্পাদক নুরুল ইসলাম নুরু।

মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপার ভাইজার ইমরুল কায়েসের উপস্থাপনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারি, সমাজ সেবা অফিসার আফাজ উদ্দিন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান,

প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম, প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক, জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ, খাদ্য কর্মকর্তা মোফাখাইরুল ইসলাম প্রমুখ।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

মেহেরপুর ও আলমডাঙ্গায় আমন মৌসুমের ধান সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধন

মেহেরপুরে অভ্যন্তরীণ আমন ধান সংগ্রহ ২০১৯-২০২০ মৌসুমে ইউনিয়ন ভিত্তিক কৃষক নির্বাচন উপলক্ষে উন্মুক্ত লটারির মাধ্যমে কৃষক নির্ধারণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে মেহেরপুর পৌরসভা সহ সকল ইউনিয়নের কৃষকদের জন্য লটারি অনুষ্ঠিত হয়।

সরকারি ধান করার ক্ষেত্রে শতভাগ স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনির নির্দেশে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে লটারির আয়োজন করা হয়। লটারির মাধ্যমে কৃষক নির্ধারণের পাশাপাশি লটারি অনুষ্ঠানটি সরাসরি স¤প্রচার করা হয়।

মেহেরপুর নিউজ সরাসরি অনুষ্ঠান স¤প্রচার করে। এর আগে সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম লটারি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

এসময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম জেলা খাদ্য কর্মকর্তা আব্দুল হামিদ,উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নাসরিন সুলতানা, ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতা, ইউপি চেয়ারম্যান আবদুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু, আনারুল ইসলাম, শাহজামাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, আলমডাঙ্গায় উন্মুক্ত লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষকদের নিকট হতে আমন ধান-২০১৯-২০ সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রোববার বেলা ১০টার দিকে ধান ক্রয় অভিযানের শুভ উদ্বোধন করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কৃষি অফিসার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ওসিএলএসডি মিয়ারাজ হোসেন, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মোফাখারুল ইসলাম, ইন্সপেক্টর রাকিবুল ইসলাম, মিল চাতাল মালিক সমিতির সভাপতি সম্পাদক আশরাফুল হক প্রমুখ।

ধান সংগ্রহ অভিযানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী বলেন, প্রান্তিক কৃষক যাদের বাছাই করা হয়েছে তারা যেনো ধান দিতে কোন প্রকার হয়রানির শিকার না হন।

উল্লেখ্য ইতিপূর্বে লটারীর মাধ্যমে ৩ হাজার ২শ’ ৭৫জন কৃষককে ধান সরবরাহের জন্য নির্বাচন করা হয়। প্রতি কৃষক ৬শ’ কেজি ধান বিক্রি করতে পারবেন। সরকারী মূল্য প্রতি কেজি ২৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

- প্রতিদিন ডেস্ক

চুয়াডাঙ্গায় ফেন্সিডিলসহ পুলিশ আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর সীমান্ত এলাকা থেকে চার বোতল ফেনসিডিলসহ বরখাস্তকৃত এক পুলিশ কনেস্টেবলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার নাম কবিরুল ইসলাম (৩৫)।

কবিরুল মেহেরপুরের বন্দরগ্রামের মৃত মিয়াউর রহমানের ছেলে। তিনি খুলনা জেলা পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে শাস্তিমূলক বরখাস্ত রয়েছেন। গতকাল শনিবার রাতে তাকে আটক করা হয়।

দামুড়হুদা থানার অফিসার ইনচার্জ সুকুমার বিশ্বাস জানান, ভারতীয় ফেনসিডিলের চালান যাবে এমন তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্তবর্তী মুন্সিপুর এলাকায় অভিযান চালায় দামুড়হুদা থানা পুলিশের একটি দল। এ সময় পুলিশের সন্দেহ হলে একটি ইজিবাইককে গতিরোধ করা হয়। ইজিবাইকে থাকা কবিরুলের দেহ তল্লাশী করে চার বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

ওসি আরো জানান, মাদকের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে ২০১৮ সালের ১৭ জুলাই তাকে খুলনা পুলিশ থেকে বরখাস্ত করা হয়। তার বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

সভাপতি মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক আলী মুনসুর

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
পৌর আওঅমী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে কোন প্রতিদ্ব›দ্বী না থাকাতে সভাপতি হয়েছেন দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান ও সাধারণ সম্পাদক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা অডিটোরিয়াম চত্বরে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও আলোচনা করেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা হাজী শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন- দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন-

উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে দলীয় পতাকা উত্তোলন ও আলোচনা করেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রহমত উল্লাহ, সহ-সভাপতি খুস্তার জামিল, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমগীর হান্নান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, কার্য্যনির্বাহী সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জজ কোর্টের পিপি বেলাল হোসেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, পৌর ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছত্রলীগের নেতা কর্মী বৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম।

- দর্শনা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় ‘আল্লার দলের’ ৩ সক্রিয় সদস্য গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার জাফরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত ‘আল্লার দলের’ তিন সদস্যকে আটক করেছে র্যাব।

গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গোপন সংবাদে তাদের আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে দুটি ধর্মীয় লিফলেটসহ বেশ কিছু আলামত জব্দ করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কুলচারা গ্রামের রুহুল

আমিন (৪০), গোপীনাথপুর গ্রামের কলম মন্ডল (৩৯) ও ঝিনাইদহ জেলার ভুটিয়ারগাতি গ্রামের নুর ইসলাম (৩৮)।

র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্প সূত্র জানায়, চুয়াডাঙ্গার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে নিষিদ্ধ ঘোষিত ‘আল্লার দলের’ সদস্যরা গোপন বৈঠক করছিলো।

গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব সেখানে অভিযান চালায়।
এসময় অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও ধরা পড়ে তিনজন।
আটককৃতদের চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

-চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

মেহেরপুরে বিএনপি, চুয়াডাঙ্গায় আ. লীগের সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ ১৫ টির মধ্যে ৯ টি পদে বিএনপি প্যানেল এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ ১৫ টির মধ্যে ৯ টি পদে আওয়ামী প্যানেল বিজয়ী হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপি প্যানেল থেকে অ্যাড. মারুফ আহম্মেদ বিজন ৫৭ টি ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এসএম ইব্রাহীম শাহিন পেয়েছেন ৪৮ টি ভোট।
সাধারণ সম্পাদক পদে বিএনপি প্যানেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম ৬৫ টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাজি শহিদুল হক পেয়েছেন ৪০ ভোট। এছাড়াও আরও ৯জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়ছেন বিএনপি প্যানেল থেকে।

অপরদিকে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের ৬ প্রার্থী বিজয়ী হয়েছে।

এছাড়াও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সহ-সভাপতি অ্যাড. আদিল করিম

(৫১ ভোট), রফিকুল ইসলাম (৫৩ ভোট), যুগ্ম সম্পাদক পদে রফিকুল ইসলাম-২ (৫৬ ভোট), বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের নাজমুল হুদা (৫৪ ভোট), কোষাধ্যক্ষ মোশারফ হোসেন (৫৫ ভোট), গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে শাহরিয়ার মাহমুদ শাওন (৫৬ ভোট), সদস্য পদে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের রোকেয়া খাতুন (৫৭ ভোট), রুত শোভা মন্ডল (৫২ ভোট), সেলিম রেজা গাজী (৫২ ভোট), সুজন হাসান (৬৪ ভোট)।

জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য পদে রহমতুল্লাহ (৫১ ভোট), সাইফুল ইসলাম সাহেব (৪৯ ভোট), শফিউল আযম খান বকুল (৫৩ ভোট) বিজয়ী হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নিজস্ব ভবনে ভোট গ্রহণ চলে। ভোট গ্রহন শেষে নির্বাচন কমিশনার অ্যাড. বিমল বাবু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনা করেন।
আওয়ামী লীগ সমর্থিত আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ ও বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম এই দুটি প্যানেলে নির্বাচনে অংশ নেয়। ১২৪ জন ভোটারের মধ্যে ১০৮ জন আইনজীবী তাদের ভোট প্রয়োগ করেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান,
চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিতরা জয়লাভ করেছেন। ১৫টি পদের মধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৯টি পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী ও একটি সহ সভাপতি ও দুটি যুগ্ন সম্পাদক পদসহ ৬টি পদে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। আজ গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত জেলা আইনজীবী সমিতি ভবনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়।

নির্বাচন পরিচালনা উপ-পরিষদের আহŸ◌ায়ক অ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুর রশিদ চৌধুরী জানান, জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে ১৭৪ জন ভোটারের মধ্যে ১৭০ জন ভোটার তাদের ভোটধিকার প্রয়োগ করেন। এর মধ্যে ১০টি ভোট বাতিল বলে গণ্য হয়। ভোট গননা শেষে রাত আটটায় ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনে সভাপতি পদে মোল্লা আব্দুর রশিদ, সহ-সভাপতি পদে মো: আব্দুল খালেক ও মামুন আকতার, সাধারণ সম্পাদক পদে আবুল বাশার, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে মাসুদ পারভেজ রাসেল ও হুমায়ুন কবীর এবং সদস্য পদে মফিজুর রহমান মফিজ, হাসিবুল ইসলাম ইব্রাহিম, আসাদুজউজামান

মিল্টন, শরিফুল ইসলাম, আতিয়ার রহমান, আবু তালেব, মাসুদুর রহমান রানা, নাসির উদ্দিন ও শাহিন আকতার নির্বাচিত হয়েছেন।

- নিজস্ব প্রতিনিধি